আদর্শ রুকন

অধ্যাপক গোলাম আযম

আদর্শ রুকন

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আদর্শ রুকন
অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ ঃ জুন - ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ আগস্ট - ২০০৬
রজব - ১৪২৭
শ্রাবণ - ১৪১৩

কম্পোজ
সফটেক কম্পিউটার

মূল্য : নির্ধারিত ১০ (দশ) টাকা

মুদ্রণে :
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার
ঢাকা।

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আদর্শ রুকন

বিশ্বের সকল প্রকার দল ও সংগঠনে যারা সক্রিয় ও সচেতনভাবে জড়িত তাদেরকে ইংরেজীতে মেম্বার ও বাংলায় সদস্য বলা হয়। জামায়াতে ইসলামীর সদস্যগণকে রুকন বলা হয়। এ পরিভাষাটি কুরআন মজীদ থেকে নেয়া হয়েছে। জামায়াতের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীস থেকে পরিভাষা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন জামায়াত, আমীর, শূরা, বাইতুলমাল ইত্যাদি।

রুকন শব্দের বিশ্লেষণ

رُكْنٌ আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো Support বা Prop, অবলম্বন, আশ্রয়, নির্ভর, সমর্থন, ভার বহন, আস্থা, শক্তির উৎস, মযবুত অংশ ইত্যাদি। যেহেতু স্তম্ভ বা খুঁটির উপর অবলম্বন করেই কোন ঘর খাড়া থাকে এবং স্তম্ভই ছাদের ভার বহন করে সেহেতু Secondary অর্থে স্তম্ভকেও রুকন বলা হয়। দালানের চার কোণের উপর নির্ভর করেই মাঝের দেয়াল টিকে থাকে বলে কোণকে রুকন বলা হয়। কাবা ঘরের যে কোণে তাওয়াফ করার সময় হাত ছোঁয়াতে হয় তাকে রুকনে ইয়ামানী বলা হয়। নামাযের ভেতরের ফরযসমূহকে এজন্যই রুকন বলা হয় যে এ সবের উপরই নামায শুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে।

কুরআন মজীদে দু'জায়গায় রুকন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা হূদের ৮০ নং আয়াতে রয়েছে ঃ

قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ –

www.pathagar.com

যখন লুত (আ.) এর নিকট সুন্দর বালকের বেশে আগত কতক ফেরেশতাকে দেখে পাপিষ্ঠ লোকেরা তাদেরকে দেবার জন্য লুত (আ.) এর নিকট দাবী জানাল তখন অসহায়ভাবে তিনি ঐ কথাটি বলেছিলেন। এর অর্থ হলো "হায় আমার যদি এতখানি শক্তি থাকত যে তোমাদেরকে ঠেকাতে পারতাম অথবা যদি কোন মযবুত অবলম্বন পেতাম যার আশ্রয় নিতে পারতাম।" এখানে رُكْنٍ شَدِيْدٍ মানে মযবুত অবলম্বন বা আশ্রয়।

সূরা আয-যারিয়াতের ৩৯নং আয়াতে আছে-

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ -

যখন মূসা (আ.) ফিরআউনের নিকট নবুওয়তের প্রমাণ স্বরূপ নিদর্শনসমূহ পেশ করলেন তখন ফিরআউন মূসা (আ.) এর সাথে কী আচরণ করল তা প্রকাশ করতে গিয়ে এ আয়াতে বলা হয়েছে- "সে তখন নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে মুখ ফিরিয়ে বলল, এ লোক হয় জাদুকর আর না হয় জ্বিনগ্রস্ত।" এখানে রুকন মানে শক্তি।

জামায়াতের পরিভাষা হিসেবে রুকন শব্দের ব্যবহার

কুরআন হাকীমে রুকন শব্দটিকে মূল শাব্দিক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। পয়লা আয়াতে- অবলম্বন, নির্ভর বা আশ্রয় অর্থে, আর দ্বিতীয় আয়াতে- শক্তি অর্থে। জামায়াতে ইসলামীও এর সদস্যগণকে এ দুটো অর্থেই রুকন আখ্যা দিয়েছে। জামায়াত এর গোটা জনশক্তিকে ইসলামী আন্দোলনের মূল শক্তি মনে করে না এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় প্রধানত রুকনগণের সংখ্যা ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করেই কর্মসূচি গ্রহণ করে। নিম্নতম সংখ্যায় রুকন যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত ইউনিয়ন, পৌরসভা বা উপজিলা কেন, কোন জিলাও গঠনতান্ত্রিক মর্যাদা পায় না। যেখানে কয়েকজন রুকন থাকেন সেখানেই তাদের মধ্যে একজন আমীর হন। এ ইমারত ছাড়া কোন শাখা সাংগঠনিক স্বীকৃতি পায় না। তাই পরিভাষা হিসেবে رُكْنٌ এর এমন এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যা শুধু সদস্য শব্দ দ্বারা বুঝানো যায় না।

www.pathagar.com

সদস্য শব্দটি সকল সংগঠনেই ব্যবহৃত হয়। রুকন শব্দ দ্বারা যে ওজন ও মর্যাদা বুঝায় এর কোন বিকল্প নেই।

গঠনতন্ত্রে রুকনের মর্যাদা

জামায়াতের লক্ষ লক্ষ সহযোগী সদস্য এবং কর্মী থাকা সত্ত্বেও গঠনতন্ত্রে শুধু রুকনদের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ও অধিকারের আলোচনাই রয়েছে। সর্বস্তরে জামায়াতের আমীর ও শূরার নির্বাচনে শুধু রুকনগণকে ভোটাধিকার দেয়া হয়েছে। আমীরে জামায়াত ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরাই জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জামায়াতের পলিসি নির্ধারণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাজেট নির্ধারণ করার অধিকারী। এসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব যাদের উপর অর্পণ করা কর্তব্য তাদেরকে বাছাই করার ইখতিয়ার রুকন ছাড়া আর কারো উপর দেয়া যেতে পারে না।

রুকন পদের এ মর্যাদার কারণ

রুকন পদের অধিকারীর এ মর্যাদা ও গুরুত্বের বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে ঃ

১। সাধারণতঃ কেউ কোন দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত হলে এবং সংগঠনভুক্ত হতে আগ্রহী হলেই তাকে দলের সদস্য পদে বরণ করে নেয়া হয়। দলের কাউন্সিল গঠনে সকল সদস্যকেই ভোটাধিকার দেয়া হয়। জামায়াতে ইসলামীতে কোন ব্যক্তিকে এভাবে রুকন হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। প্রথমে তাকে সহযোগী সদস্য হিসেবে ভর্তি করা হয়। তাঁকে কর্মী হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। ইসলামী আন্দোলনে যোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য নিজেকে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তাকে সাপ্তাহিক বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত হওয়া, কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালনের রিপোর্ট রাখা ও প্রতি মাসে জামায়াতের বাইতুলমালে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে সাধ্যমত আয়ের একটা অংশ দান করা - এ তিনটি কাজ নিয়মিত করাতে তাকে অভ্যস্ত করার জন্য জামায়াতের কোন কর্মী

www.pathagar.com

তার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকে। তিনি যে ইউনিটভুক্ত হয়ে এ সব কাজ করেন সে ইউনিট সভাপতি ও এর উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল তার অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখেন।

রুকন হতে সম্মত হলে তাকে ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করার জন্য ইসলামী সাহিত্যের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী পড়াশুনা করার পরামর্শ দেয়া হয়।

জামায়াতের নিম্নতম পর্যায়েও নেতৃত্বের ও সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বের কোন পদে প্রার্থী হবার কোন সুযোগ নেই। পদের আকাঙ্ক্ষী বলে কারো আচরণ থেকে যদি ধারণা হয়, তাহলে তিনি পদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। কিন্তু রুকনিয়াতের পদ এর ব্যতিক্রম। কারণ এ পদটি নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে নয়। এ পদের দাবী পূরণের কঠোর দায়িত্ব গ্রহণের সাহস যাদের আছে তারাই রুকন পদপ্রার্থী হন। তাই এ পদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে উৎসাহ দান ও উদ্বুদ্ধ করা হলেও, চাপ দেয়া হয় না। নিজের আগ্রহে যে দীনের দাবী পূরণের কর্তব্য বোধ করেন তিনিই রুকন হবার হিম্মৎ করেন।

রুকন হওয়ার শর্তাবলী পূরণ করার পথে যখন কেউ এগিয়ে আসেন তখন তাকে অগ্রসর কর্মী হিসেবে গণ্য করা হয় এবং রুকনপ্রার্থী হবার জন্য নির্দিষ্ট ফরম দেয়া হয়। ফরম পূরণ করে কয়েক মাসের কাজের রিপোর্টসহ যখন দরখাস্ত জমা দেয়া হয় তখন উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সন্তোষজনক বলে ধারণা হলে রুকনিয়াত মনজুর করার সুপারিশ করেন।

একজন সহযোগী সদস্য নিয়মিত কর্মী হবার পর রুকন হতে কমপক্ষে দেড় দু বছর লেগে যায়। এভাবে রীতিমতো দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর রুকন হন বলেই তাঁকে সংগঠন গুরুত্ব দেয় ও মর্যাদার অধিকারী মনে করে।

২। রুকন হিসেবে শপথ গ্রহণের সময় কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে শপথ বাক্যসমূহে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যেসব ওয়াদা করেন তা অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। গঠনতন্ত্র থেকে শপথনামা এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি..... পিতা/স্বামী.....জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আকীদা উহার ব্যাখ্যাসহকারে ভালভাবে বুঝিয়া লওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া পূর্ণ দায়িত্ববোধের সহিত সাক্ষ্য দিতেছি যে-

১। এক ও লা-শারীক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দাহ ও রাসূল।

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

২। আমি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উহার ব্যাখ্যাসহকারে বুঝিয়া লওয়ার পর অঙ্গীকার করিতেছি যে, দুনিয়ায় সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত দীন কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য হাসিলের প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য আমি খালিসভাবে জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হইতেছি।

৩। আমি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর গঠনতন্ত্র বুঝিয়া লওয়ার পর ওয়াদা করিতেছি যে, আমি-

ক) এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জামায়াতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পূর্ণরূপে মানিয়া চলিব;

খ) সর্বদাই শরীয়ত নির্ধারিত ফরয-ওয়াজিবসমূহ রীতিমত আদায় করিব এবং কবীরা গুনাহসমূহ হইতে বিরত থাকিব;

গ) আল্লাহর নাফরমানীর পর্যায়ে পড়ে উপার্জনের এমন কোন উপায় গ্রহণ করিব না;

www.pathagar.com

ঘ) এমন কোন পার্টি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক রাখিব না, যাহার মূলনীতি এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জামায়াতে ইসলামীর আকীদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মনীতির পরিপন্থী।

اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ -

আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফীক দান করুন। আমীন।

রুকনগণের দায়িত্ববোধ

পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে কোন লোক হঠাৎ করে আবেগ প্রবণ হয়ে জোশের চোটে রুকন হয়ে যান না। প্রত্যেকেই যথেষ্ট সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে দীর্ঘদিন চিন্তাভাবনা করে পরিপক্ক বিবেচনার পর রুকন হওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন। জামায়াতও যথেষ্ট যাচাই বাছাই করে কয়েক দফা ইন্টারভিউ নিয়ে সকল দিক দিয়ে যোগ্য মনে করলেই রুকন হিসেবে গ্রহণ করে।

সবাই রুকনিয়াতের শপথ নেবার সময় 'ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন' বলে নিজেকে আল্লাহর নিকট উৎসর্গ করার জযবায় আপ্লুত হন। এ উচ্চারণ মোটেই গতানুগতিক নয়। বিষয়টি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ; মোটেই হালকা ব্যাপার নয়।

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের রূপ লাভ করে। ঐ সময় যারা রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করেন তখন কুরআন পাকের ঐ আয়াতটি উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রত্যেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন বলে কার্যবিবরণীর প্রথম খণ্ডে সবাই পড়েছেন। এ ক্ষণটি আবেগময় হওয়াই স্বাভাবিক। দুনিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাকে জীবনের উদ্দেশ্য না বানিয়ে জীবনকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কামিয়াবীর জন্য উৎসর্গ করার বিষয়টির চেয়ে আর কোন বিষয় এত আবেগময় হতে পারে না।

রুকন হওয়ার কঠোর পদ্ধতি ও আল্লাহকে সাক্ষী রেখে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে যারা রুকন হন তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, নিষ্ঠা, গুরুত্ববোধ, আন্তরিকতা,

www.pathagar.com

কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায় থাকারই কথা। স্বাভাবিক অবস্থায় কারো মধ্যে অবহেলা ও অমনোযোগিতা দেখা দেয়ার কথা নয়। আল্লাহর রহমতে রুকনগণের মধ্যে অনেকেই মান রক্ষা করে চলেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হয়

মাওলানা মওদূদী- (রহ.) 'র ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি বই থেকে আমরা জেনেছি যে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হবার পর নাফস, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবেশ থেকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে আমাদের সবারই অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই রুকন হওয়া সম্ভব হয়। আমরা যারা রুকন হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি তারা সবাই ঐ সব বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েই রুকনিয়াত লাভ করেছি।

রুকনিয়াতের শপথ নেবার সময় "ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" বলে যে সাহসী ঘোষণা উচ্চারণ করা হয় তাতে কে কতটা মজবুত সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হয়। সূরা আল-আনকাবুতের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ - وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ -

"মানুষ কি মনে করে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' শুধু এটুকু কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে কোন পরীক্ষা করা হবে না? অথচ তাদের আগে যারা ছিল, তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে (ঈমান এনেছি বলার মধ্যে) কে সত্যবাদী, আর কে মিথ্যুক।"

বিনা পরীক্ষায় প্রমোশন ও উন্নতি কোথাও নেই। আল্লাহও ঈমানের পরীক্ষা না নিয়ে ছাড়েন না। দুনিয়ার গোটা জীবনটাই তো পরীক্ষা। প্রতি

www.pathagar.com

মুহূর্তেই পরীক্ষা চলছে। আল্লাহর পছন্দ মতো চলছি কিনা এ পরীক্ষা সব সময় চলে।

পরীক্ষার ধরন কী?

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারকে কিভাবে পরীক্ষা করেন তাও স্পষ্ট ভাষায় সূরা আল বাকারার ১৫৫নং আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ –

"আমি অবশ্য অবশ্যই ভয়, ক্ষুধা, মাল, জান ও ফসলাদির ক্ষতি দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব"।

আল্লাহ তায়ালা ভাল করেই জানেন যে, কার কোন দিক দিয়ে দুর্বলতা আছে। তাই তিনি সবাইকে একই ধরনের পরীক্ষায় ফেলেন না। যার যে দিকে দুর্বলতা আছে তাকে সে দিক থেকেই পরীক্ষা করেন।

কুরআন মজীদ থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলদের মাছের প্রতি চরম লোভ ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শনিবার দিন মাছ ধরতে নিষেধ করলেন। অথচ সেদিনই মাছ এমনভাবে ভেসে উঠে যে ধরা অত্যন্ত সহজ। দেখা গেল যে তারা আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করে শনিবারেই মাছ ধরতে লাগল। এভাবেই আল্লাহ মানুষের দুর্বল দিক দিয়েই পরীক্ষা করে থাকেন।

যারা ভীরু তাদেরকে বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে দেখানো ভয় দ্বারা পরীক্ষা করেন। কাউকে অভাব দ্বারা, কাউকে সম্পদের ক্ষতি দ্বারা, কাউকে সন্তানহারা করে, কাউকে রোগ দিয়ে, কাউকে হারাম কামাই করার সুযোগ দিয়ে, কাউকে নৈতিক পদস্খলনের দিক দিয়ে পরীক্ষা করেন।

পরীক্ষা তো আসবেই, পরীক্ষা অনিবার্য। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকলে আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেন। পরীক্ষা যে আসবেই সে বিষয়ে সচেতন থাকলে পরীক্ষায় ফেল করার শঙ্কা থাকে না।

www.pathagar.com

রুকনিয়াতের মান কমে যায় কেন?

জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক দায়িত্বশীলগণ সচেষ্ট থাকেন যাতে কোন রুকনের মান কমে না যায়। যে মানে পৌঁছার পর রুকন করা হয় সে মানের নিম্নমুখী হওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। ক্রমে মান বৃদ্ধি পাওয়ারই কথা। অথচ বাস্তব তিক্ত অভিজ্ঞতা এটাই যে কোন কোন রুকনের মান কমতে থাকে। সাংগঠনিক তদারকি সত্ত্বেও কারো কারো মান এত নিম্নে চলে যায় যে সংগঠন তার রুকনিয়াত বাতিল করতে বাধ্য হয়।

মান কমে যাবার প্রধান কারণ দুটো ঃ

১। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন পরীক্ষা আসে তখন এতটা ঘাবড়ে যায় যে এটা যে পরীক্ষা এবং আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া যে কোন মুসীবত আসে না সে চেতনা হারিয়ে যায়। পরীক্ষার জন্য মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে বিচলিত হয়ে যায় এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার হিম্মৎ থাকে না।

এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে বলে যে সচেতন থাকে না সে আর আগের মতো ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় থাকতে পারে না। ফলে মান ক্রমেই কমতে থাকে।

২। মান কমার দ্বিতীয় কারণ হলো দুনিয়ার উন্নতি ও সুখ-সুবিধার জন্য বেশী কর্মতৎপর হওয়ায় দীনের কাজে পিছিয়ে পড়া। রুকনিয়াতের শপথে "আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য" একথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে দুনিয়ার দাবী প্রাধান্য পেয়ে যায়।

"ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী" বইতে মাওলানা মওদূদী (রহ.) ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক পুঁজি হিসেবে ব্যক্তিগত যে চারটি গুণের উল্লেখ করেছেন এর চতুর্থ গুণটিই হল দীনই জীবনের আসল লক্ষ্য।

www.pathagar.com

আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন এবং পার্থিব আরাম বৃদ্ধি করা যখন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং দীনের দাবী যখন পেছনে পড়ে থাকে তখন মান কমাই স্বাভাবিক।

মান কমে যাওয়া সংগঠনের জন্য বিরাট সমস্যা

কোন রুকনের সাংগঠনিক বা আদর্শিক মান কমে গেল ঐ রুকনের স্থানীয় দায়িত্বশীল থেকে নিয়ে উপজিলা ও জিলা আমীরগণ বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হন। কারণ সংগঠনের কর্মীগণের জন্য রুকনগণই প্রেরণার উৎস। তাদের উন্নত মানই কর্মীদেরকে রুকন হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। যখন কোন রুকনের মান কমে যায় তখন সংগঠনের কর্মীদেরকে অগ্রসর হবার তাকিদ দিতে গিয়ে দায়িত্বশীলগণ বেকায়দায় পড়ে যান।

আমি দায়িত্বে থাকাকালের একটা ঘটনা উল্লেখ করছি- একজন রুকনকে দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখে এক কর্মী দায়িত্বশীলকে বললেন, আমাকে অগ্রসর হবার জন্য এত তাগিদ দিচ্ছেন, অথচ অমুক রুকনের মান আমার চেয়েও নিচে। কর্মীদের মধ্যে মন্দ প্রতিক্রিয়া হতে দেখে উপজিলা দায়িত্বশীল জিলা আমীরকে বললেন, বারবার আপনাকে ঐ রুকনের অবস্থা জানাবার পরও কোন প্রতিকার করছেন না বলে আমাকে কর্মীদের নিকট লজ্জিত হতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত জিলা আমীর ঐ রুকনের রুকনিয়াত বাতিলের সুপারিশ কেন্দ্রে পেশ করলেন।

আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে দেড় বছর পর্যন্ত ঐ রুকনকে সংশোধন হওয়ার সময় দেবার কারণেই কর্মীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জিলা আমীরকে চার্জ করলাম যে এত বিলম্ব করলেন কেন? জওয়াবে বললেন এত কষ্ট ও চেষ্টা করে রুকন বানাই, বাতিল করতে মায়া লাগে এবং খুব খারাপ লাগে। বললাম, যে আঙ্গুলটা পঁচে গেছে তা কেটে ফেলতে মায়া লাগলে গোটা শরীরের যে ক্ষতি হয় সে কথা খেয়াল করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

রুকনগণ কর্মীদেরকে অগ্রসর করতে সচেষ্ট থাকবেন। সংগঠনের দায়িত্বশীলকে যদি রুকনদেরকে সক্রিয় রাখার জন্যই পেরেশান হতে হয়

www.pathagar.com

তাহলে এটা বড়ই বিব্রতকর অবস্থা। এমন রুকন সংগঠনের জন্য এ্যাসেট না হয়ে লায়েবিলিটিতে পরিণত হন।

আল্লাহ তায়ালা কেন পরীক্ষা করেন?

প্রত্যেক ঈমানদারকেই আল্লাহ তায়ালা স্বাভাবিক নিয়মে পরীক্ষা করে থাকেন। মুমিনের দাবীদার হয়ে কেমন আমল করছে তা তিনি দেখছেন। আখিরাতে পুরস্কারের যোগ্য কিনা, কেমন মানের পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত তা যাচাই করেন। তাই মুমিনের গোটা জীবনটাই পরীক্ষা। দুনিয়াটা হলো পরীক্ষার হল এবং যত কাজ করা হয় সবই প্রশ্নপত্র। যদি সব কাজই আল্লাহর হুকুম ও রসূল (সা.) এর তরীকা মতো করা হয় তাহলেই পরীক্ষায় সাফল্য আসবে। এ সব পরীক্ষা আখিরাতের প্রয়োজনেই করা হয়।

যারা শুধু মুমিন নয়, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যারা জীবনকে উৎসর্গ করেন তাদেরকে তিনি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এ পরীক্ষা দু রকমের হয়ে থাকে ঃ

১। ব্যক্তিগত পরীক্ষা

ব্যক্তি হিসেবে যে সব দুর্বলতা আছে পরীক্ষার মাধ্যমে সে সব দূর করে দুর্বলতামুক্ত করাই উদ্দেশ্য। যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলী ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যারা পরীক্ষায় ফেল করে তারা আন্দোলনের ময়দান থেকেই ছাঁটাই হয়ে যায়।

২। সামষ্টিক পরীক্ষা

দীনকে বিজয় করার কাজটি এমন কঠিন যে নবীর পক্ষেও একা করা তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক নবীই দীনের দাওয়াতে যারা সাড়া দিয়েছেন তাদেরকে সংগঠিত করেছেন। বাতিল শক্তি এ জাতীয় সংগঠনকে কখনও বরদাশত করেনি। তাই নবী ও তাঁর সাথীদেরকে প্রতিহত করার জন্য সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়েছে। হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অনিবার্য ও চিরন্তন। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও তাদের সাথীদের জন্য এ পরীক্ষা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَاكُذِبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا - وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَآئَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ -

সূরা আল-আনয়ামের এ আয়াতটি ৩৪নং আয়াত। এর অনুবাদঃ "আপনার আগেও রসূলগণকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে আমার সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা সবর করেছেন। আল্লাহর বিধি-বিধান বদলে দেবার ক্ষমতা কারো নেই। পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনীর খবর আপনার কাছে পৌঁছেছে।"

এ আয়াতের টীকায় তাফহীমূল কুরআনে যা লেখা আছে তা উদ্ধৃত করছিঃ

"হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের যে বিধান আল্লাহ তৈরী করে দিয়েছেন তা বদলে দেবার ক্ষমতা কারো নেই। সত্যপন্থীদেরকে অবশ্যই দীর্ঘকাল পরীক্ষার আগুনে ঝালাই হতে হবে। তাদের পরীক্ষা দিতে হবে নিজেদের সবর, সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মোৎসর্গিতা, ঈমানী দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার। বিপদ, মুসিবত, সমস্যা ও সংকটের সুকঠিন পথ অতিক্রম করে তাদের মধ্যে এমন গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে, যা কেবল ঐ কঠিন বিপদ সংকুল গিরিবর্তেই লালিত হতে পারে। প্রথমে তাদেরকে নির্ভেজাল উন্নত নৈতিক গুণাবলী ও সচ্চরিত্রের অস্ত্র ব্যবহার করে জাহিলিয়াতের উপর বিজয় লাভ করতে হবে। এভাবে তারা উন্নত সংস্কারকারী হিসেবে প্রমাণিত হলেই আল্লাহর সাহায্য যথাসময়ে আসবে। সময় হবার পূর্বে হাজার চেষ্টা করেও সাহায্য আনতে পারবে না।"

আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ববোধ নিয়ে যারা রুকন হন তারা আসলে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার কঠিন বোঝা বহনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব বহনের জন্য সক্ষম। সূরা আন্ নূরের ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের হাতেই খিলাফতের কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করার ওয়াদা করেছেন। এ দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি ও যাচাই করার উদ্দেশ্যেই এত পরীক্ষা করা আবশ্যক।

এ দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত হয় তারা এত বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হয় যে, তারা সহজেই দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, শোষণ, নির্যাতন ও স্বার্থপরতার সুযোগ পায়। তাই এ মহান দায়িত্ব দেবার পূর্বে যাচাই করার প্রয়োজনেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

রসূল (সা.) তাঁর যে সাহাবীগণকে নিয়ে মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন করেন তাদেরকে বহু কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছে। তাঁদের শেষ পরীক্ষা ছিল হিজরত। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের নিয়তে নিজেদের বাড়ি-ঘর, জমিজমা, ধন-সম্পদ, এমন কি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগ করে দীনের দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করলেন তাদের হাতেই রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দেয়া হল।

এসব পরীক্ষিত লোকদের পক্ষে এখন ক্ষমতা আছে বলেই কি দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি করা স্বাভাবিক? যারা দীনের স্বার্থে নিজের সকল সম্পদ কুরবান করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের পক্ষে আল্লাহর নাফরমানী করে দুর্নীতি করা কি সম্ভব? যারা দীনের দাবী পূরণ করতে গিয়ে স্বজনকে পরিত্যাগ করলেন, তাদের দ্বারা স্বজনপ্রীতির আশংকা কি করা যায়?

হক ও বাতিলের এ লড়াই লাগাবার ব্যবস্থা করাটা আল্লাহ তায়ালার কোন শখের খেলা নয়। ষাঁড়ের লড়াই লাগিয়ে তামাশা দেখার মতো হীন কাজ আল্লাহ করেন না। দীন কায়েমের প্রয়োজনেই এ ব্যবস্থা তিনি করেন।

হক ও বাতিলের সংঘর্ষের আরও একটা উদ্দেশ্য

রসূল (সা.) যখন দীনের দাওয়াত দিলেন তখন সহীহ নিয়তে ও ইখলাসের সাথে যেমন মানুষ ঈমান এনেছেন, ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতির নিয়তেও দুশমনদের এজেন্ট হিসেবে কিছু মানুষ লোক দেখানো ঈমান এনেছে। আল্লাহ তায়ালা হক ও বাতিলের লড়াই লাগিয়ে মুনাফিকদেরকে ঈমানদারদের সংগঠন থেকে ছাঁটাই করেন।

উহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় সে প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানের ১৬৬ ও ১৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

مَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا -

"যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ দেখে নিতে চাইলেন, তোমাদের মধ্যে কে মুমিন, আর কে মুনাফিক।"

এ সূরার ১৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ -

"আল্লাহ মুমিনদেরকে কিছুতেই এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় তোমরা এখন আছ। তিনি পবিত্র লোকদেরকে নাপাক লোকদের থেকে আলাদা করবেনই"।

উহুদের যুদ্ধ না হলে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তার অনুসারীরা মুমিনদের সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত থেকে দুশমনদের পঞ্চম বাহিনী হিসেবে অনেক ক্ষতি করার সুযোগ পেতো। এখন তারা ঈমানদারদের নিকট চিহ্নিত হয়ে গেল। সূরা আত-তাওবায় এ বিবরণ রয়েছে যে মুনাফিকরা চিহ্নিত হওয়ার কারণে মুসলিম বাহিনী তাদের ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়

আল্লাহর পক্ষ থেকে আপদ-বিপদের আকারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে পরীক্ষা আসে তাতে উত্তীর্ণ হবার দুটো উপায় ঃ

১। আল্লাহ অবশ্যই পরীক্ষা করবেন এ বিষয়ে সচেতন থেকে মানসিক দিক দিয়ে যে কোন বিপদের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। বিপদ কামনার বিষয় নয়। বরং সব সময় দোয়া করতে থাকা কর্তব্য যেন

www.pathagar.com

আল্লাহতায়ালা বিপদ না দেন। কিন্তু বিপদ এসে পড়লে পেরেশান না হয়ে ধীরে সুস্থে ভেবে-চিন্তে যা করণীয় এর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ইক্বামাতে দীনের কাজে যে অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করা হচ্ছিল তা বহাল রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে কাতরভাবে ধরনা দিয়ে থাকতে হবে যাতে রুকনিয়াতের মান কমাতে বাধ্য হতে না হয়।

ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে সমস্যা জানিয়ে দোয়া করতে অনুরোধ করতে হবে। তিনি হয়তো বিপদে কোন দিক দিয়ে সহায়তা করতে পারেন। তিনি সাংগঠনিক দায়িত্ব কিছুদিন মুলতবী রাখতে পারেন যাতে সামলে উঠার সময় পান।

২। এ কথা মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন বিপদ আসে না।

সুরা তাগাবুনের ১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ –

"কোন মুসিবত কখনো আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না। যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে তার দিলকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন।"

মুসিবতে অধৈর্য হওয়া ও অত্যন্ত পেরেশান হওয়া দুর্বল ঈমানের লক্ষণ। অস্থির হয়ে তো কোন লাভ নেই। বিচলিত হলে বিপদের সময় কী করণীয় তাও ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশংকাই বেশি থাকে। ঐ আয়াতে আল্লাহতায়ালা এ কথাই বললেন যে, ঈমান দুর্বল না হলে মুসিবতের সময় তিনি করণীয় সম্পর্কে হেদায়াত দান করেন যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

মহান মা'বুদের উপর এ আস্থা রাখতে হবে যে তিনি আমার অমঙ্গল করবেন না। প্রমোশনের জন্যই পরীক্ষা হয়ে থাকে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি আমার জন্য কী মঙ্গল রেখেছেন তা পরে বুঝা যাবে। এভাবে মনোবল মজবুত রাখতে হবে। কোন অবস্থায় হতাশ হলে চলবে না।

www.pathagar.com

সামষ্টিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়

সামষ্টিক পরীক্ষা বাতিলের সাথে লড়াইয়ের মাধ্যমেই করা হয়। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে মৃত্যু ভয় সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। মরণের ভয়ই দুর্বলতার মূল। হকপন্থীদের উপর বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার যুলুম, নির্যাতন চলতে পারে, এমন কি হত্যাও করতে পারে। এ সব পরিস্থিতিতে একমাত্র তারাই অটল থাকতে পারে যাদের মৃত্যুভয় নেই। এটাকেই শাহাদাতের জযবা বলা হয়। আল্লাহর পথে শহীদ হবার কামনা থাকলে মৃত্যুভয় থাকতে পারে না।

মৃত্যুভয় করা অর্থহীন, নির্বুদ্ধিতা ও কাপুরুষতা। মৃত্যুর জন্য স্থান ও ক্ষণ নির্ধারিত। মৃত্যু যখন আসবার তখনই আসবে। একবারই আসবে। যত ভয়ই করা হোক আসবেই।

হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) বদর থেকে শুরু করে সকল যুদ্ধেই শরীক ছিলেন। তাঁরা গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যুদ্ধ করেননি। এমন চিন্তাও করেননি যে এখনি শহীদ হয়ে গেলে পরে খলীফার দায়িত্ব নেবে কে? সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের ময়দানে জীবন দিতেই গিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে শহীদ করার ফায়সালা করেছেন তাঁরা ছাড়া আর কেউ শহীদ হননি। তাই একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে শহীদ হওয়ার জযবা নিয়েই বাতিলের মুকাবিলা করতে থাকতে হবে। তাহলে এ পরীক্ষায় ফেল করার কোন শংকা থাকবে না।

রুকনের সহীহ চিন্তাধারা

আমি জামায়াতে ইসলামীর একজন রুকন হিসেবে যে চিন্তাধারা পোষণ করা সহীহ মনে করি তা নিম্নরূপ ঃ

১। আমার উপর আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় মেহেরবানী হল যে তিনি আমাকে জামায়াতে ইসলামীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ দিলেন। জামায়াতে আসার ফলে আল্লাহর দীন সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ধারণা পেলাম এর চেয়ে বড় কোন নিয়ামত আর নেই।

www.pathagar.com

যদি জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হওয়ার সুযোগ না পেতাম তাহলে আমার জীবন কিভাবে কাটতো সে কথা খেয়াল করলে মহান মা'বুদের প্রতি শুকরিয়ার জযবায় আপ্লুত হই। জামায়াতে না আসলে ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবেই জানতাম, পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে বুঝার সুযোগই পেতাম না।

২। জামায়াত আমাকে প্রথমে সমর্থক, পরে কর্মী ও সর্বশেষে রুকন বানাবার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তাতে আমি দীনের পথ সঠিকভাবে চিনতে পেরেছি।

আমার ছাত্র জীবনে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে ডিগ্রী দিয়েছে তাতে আমি বড় জ্ঞানী হয়ে যাইনি। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাকে জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করার যোগ্য বানিয়েছে। তাই আমি ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞ।

তেমনিভাবে আমি জামায়াতে ইসলামীর নিকট কৃতজ্ঞ। জামায়াতের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রুকনিয়াতের যে ডিগ্রী পেয়েছি তাতে উন্নত মুসলিম ও আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হওয়ার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। তবে জামায়াত রুকন বানিয়ে আমাকে উন্নত দীনি জিন্দেগীর সিঁড়িতে উঠিয়ে দিয়েছে। এখন ইখলাসের সাথে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে এ পথে এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার। আমাকে আরও অগ্রসর করার দায়িত্ব জামায়াতের নয়। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ডিগ্রী দিয়েছে। জ্ঞানের ময়দানে অগ্রসর হওয়া, সাধনা ও গবেষণা করা আমার দায়িত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নয়।

আমি যেটুকু মানে পৌঁছার পর জামায়াত আমাকে রুকন বানিয়েছে, সে মানের উন্নয়নে যদি আমি সচেষ্ট হই এবং মান যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে জামায়াত আমার নিকট থেকে ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে বৃহত্তর দায়িত্ব দিতে পারে। আমার মান যদি বৃদ্ধি না পায় তাহলে জামায়াত কি করে কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেবে?

www.pathagar.com

৩। রুকন হিসেবে আমি স্থানীয় আমীর থেকে শুরু করে আমীরে জামায়াত পর্যন্ত সকল আমীরের আনুগত্য নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলব। এ বিষয়ে সামান্য ত্রুটিও যাতে না হয় সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকব। আল্লাহ বলেন, যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। আর রাসূল (সা.) বলেন, যে আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। তাই যদি আমীরের আনুগত্যে অবহেলা করা হয় তাহলে রাসূল (সা.) ও আল্লাহর অবাধ্যতা করা হবে। নিষ্ঠার সাথে আনুগত্য করাই রুকনের বৈশিষ্ট্য।

৪। নিজের ইচ্ছায় বুঝে শুনে আমি রুকন হিসেবে শপথ নিয়েছি। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে শপথ নিয়েছি। তাই শপথের ঘোষণা অনুযায়ী আমি দায়িত্ব পালন করতে থাকব। রুকন হিসেবে আমি স্বয়ংক্রিয় মেশিন। কারো তাকিদের অপেক্ষায় থাকা আমার জন্য মোটেই মানায় না। আমার কর্তব্য হল দাওয়াতী টার্গেট, কর্মী টার্গেট ও রুকন টার্গেটের কাজ রিপোর্টের মান অনুযায়ী করতে থাকা। সংগঠনের দায়িত্বশীল যদি আমাকে তাকিদ দেবার প্রয়োজনবোধ করেন তাহলে বুঝা গেল আমি রুকনের মানে নেই। রেলের ইঞ্জিনের কাজ হলো অনেক বগিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। যদি ইঞ্জিনকেই চলার জন্য ধাক্কা দিতে হয় তাহলে এমন ইঞ্জিন বগি থেকেও অধম।

www.pathagar.com

জনগণের দৃষ্টিতে রুকনের পরিচয়

জামায়াতের রুকনের মান কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (রহ.) দু'টো কথা বলেনঃ

১। জামায়াতের কোন রুকন যে এলাকায় বসবাস করবেন সে এলাকার মানুষ তার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন ও যাবতীয় কার্যাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে তার নৈকট্য কামনা করবে।

২। তার দাওয়াতী কাজ-কর্মে, কথাবার্তায় ও আচরণে যখন জানতে পারবে যে তিনি জামায়াতে ইসলামীর লোক তখন মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জামায়াতকে ভালবাসবে।

আরও ৫টি কথা এ সঙ্গে যোগ করছি ঃ

৩। তার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে আলোচনা হবে। লোকেরা বলবে এমন মানুষ আর দেখা যায় না। কেউ বলবে, এ লোক তো জামায়াতের। জামায়াতের লোক এমনই হয়।

৪। যেহেতু তিনি জনগণের সমস্যা নিয়ে কথা বলেন, মানুষ কোন সমস্যায় পড়লে তার কাছে সমাধান চাইবে।

৫। আপদে-বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায় বলে তাকে আপন মনে করে ভালবাসবে।

৬। তিনি কিছু বলার জন্য ডাক দিলে সবাই ছুটে আসবে।

৭। রাজনৈতিক ও আদর্শিক কোন দুশমন তার বিরুদ্ধে কোন অপপ্রচার চালালে জনগণ তার প্রতিবাদ করবে এবং তার পাশে দাঁড়াবে।

www.pathagar.com

আদর্শ রুকন

আমরা যারা রুকন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আমাদের এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে যে, ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি ও বিজয় আমাদের ভূমিকার উপরই প্রধানত নির্ভর করে এবং আমাদের মান উন্নত করতে না পারলে আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট আমাদেরকেই দায়ী হতে হবে।

ইসলামের বিজয়ের জন্য যে দু'টি শর্ত রয়েছে তা হল ঃ

১। সূরা আন-নূরের ৫৫নং আয়াত অনুযায়ী এমন এক দল মুমিন ও সালেহ লোক তৈরী হওয়া যাদেরকে আল্লাহ খিলাফতের দায়িত্ব দেবার ওয়াদা করেছেন।

২। যে এলাকায় দীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা হয় সেখানকার জনগণের সক্রিয় বিরোধী না হওয়া। মক্কার জনগণ সক্রিয় বিরোধী হওয়ায় রাসূল (সা.) এর যুগে লোক তৈরী হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে মক্কায় বিজয় আসেনি। আল্লাহ তাঁর দীনের নেয়ামত কোন অনিচ্ছুক কওমের উপর চাপিয়ে দেন না। দ্বিতীয় শর্তটি মদীনায় পাওয়া গেল বলে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.) কে সেখানে হিজরত করিয়ে খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দেন।

আল্লাহর রহমতে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে বিজয়ের দ্বিতীয় শর্তটি উপস্থিত রয়েছে। তাই ইসলামের বিজয়ের জন্য আমাদেরকে হিজরত করতে হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ হওয়া সত্ত্বেও প্রথম শর্তটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিজয় বিলম্বিত হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতায় বসিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন, কিন্তু প্রথম শর্তটি পূরণের দায়িত্ব নেননি। এ শর্ত পূরণের দায়িত্ব জামায়াতে ইসলামীর রুকনদের।

www.pathagar.com

এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যদি নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত নেই তবেই ইনশা-আল্লাহ আমরা আদর্শ রুকনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারবঃ

১। জামায়াতের নিকট রুকনদের যে মর্যাদা তা যাতে সামান্যও ক্ষুণ্ন না হয় সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

২। জামায়াতের পক্ষ থেকে রুকনদেরকে যে দায়িত্বই দেয়া হয় তা পরম দায়িত্ববোধের সাথে পালন করতে হবে।

৩। রুকন হিসেবে শপথ গ্রহণের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে যে সব ওয়াদা করা হয়েছে তা সর্বদা চেতন মনে জাগরূক রাখতে হবে।

৪। আল্লাহর পক্ষ থেকে যত পরীক্ষাই আসুক সকল অবস্থায়ই একমাত্র মা'বুদের প্রতি আস্থা রেখে রুকনিয়াতের মান বজায় রাখতে হবে।

৫। বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে যত বাধাই আসুক একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে আন্দোলনের ময়দানে শাহাদাতের জযবা নিয়ে মজবুত থাকতে হবে।

৬। এ আলোচনায় রুকনের সহীহ চিন্তাধারার ৪টি পয়েন্ট সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে।

৭। জনগণের দৃষ্টিতে রুকনের যে পরিচয় হওয়া উচিত সে মান অর্জন করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

শেষ কথা

রুকনগণের মানোন্নয়ন আমার নিকট সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার সৌভাগ্য যে এ সম্মেলনসহ ৪টি রুকন সম্মেলনে এ বিষয়ে আমি বক্তব্য পেশ করেছি। ১৯৮৬ সালের সম্মেলনে 'রুকনিয়াতের দায়িত্ব', ১৯৯২ সালে (জেলে থাকাকালে) 'রুকনিয়াতের মর্যাদা' এবং ১৯৯৭ সালে 'রুকনিয়াতের আসল চেতনা' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ঐ সব বক্তব্য জামায়াতের সাংগঠনিক সাহিত্যে মওজুদ রয়েছে।

এটি ৩ জুন-২০০৬, শনিবার, পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ৮ম কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের প্রদত্ত বক্তব্য।

প্রকাশক

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীকে ভালভাবে জানতে হলে পড়ুন

জামায়াতে ইসলামীর পরিচয়

- পরিচিতি–জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
- জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
- জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি
- ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
- মুসলমানদের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন

- গঠনতন্ত্র-জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
- মেনিফেস্টো–জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
- সংগঠন পদ্ধতি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
- ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই
- অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
- ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন

- সত্যের সাক্ষ্য
- ইকামাতে দীন
- ইসলামী বিপ্লবের পথ
- বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

- জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ১ম ও ২য় খণ্ড
- জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
- মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস

www.pathagar.com